গ্রন্থ-পরিচয়

বেঙ্গলি লিটারেচার ॥ দুসান জেভিটেল। অটো হেরাসোউইটজ্, ওয়াইজবাডেন, পূর্ব জার্মানী, ১৯৭৬।

চেকোস্লোভাকিয়ার বিশিষ্ট পণ্ডিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ দুসান জেভিটেল-এর ইংরেজী ভাষায় রচিত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত গ্রন্থটি বিদেশী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রকাশিত সর্বশেষ রচনা। পূর্বে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সবাই দেশীয় পণ্ডিত। প্রসঙ্গক্রমে রমেশচন্দ্র দত্তের 'দি লিটারেচার অব বেঙ্গল' (কলিকাতা ও লণ্ডন, ১৮৯৫), দীনেশচন্দ্র সেনের 'হিষ্ট্রি অব বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ এণ্ড লিটারেচার' (কলিকাতা, ১৯১১), পি. চৌধুরীর 'দি হিষ্ট্রী অব বেঙ্গলী লিটারেচার' (কলিকাতা, ১৯১৭), কে. এন. দাসের 'এ হিষ্ট্রী অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (নওগাঁ, রাজশাহী ১৯২৬), জে. সি. ঘোষের 'বেঙ্গলি লিটারেচার' (লণ্ডন, ১৯৪৮), সুকুমার সেনের 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গলি লিটারেচার' (দিল্লী, ১৯৪৮), এবং সুশীলকুমার দে'র 'বেঙ্গলী লিটারেচার ইন্ দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী' (কলিকাতা, ২য় সং ১৯৬২) উল্লেখযোগ্য।

দুসান জেভিটেল এর 'বেঙ্গলি লিটারেচার'[১] গ্রন্থটি সম্ভবতঃ কোন বিদেশীর ইংরেজিতে লেখা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। জেভিটেল চেক্, জার্মান, রুশ, ইংরেজী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী, ষাটের দশক থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ঐ সব ভাষায় লিখেছেন, পূর্বে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য তিনি তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটির জন্য ভারতে তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। দুসান জেভিটেল কলকাতা ও ঢাকায় একাধিকবার এসেছেন, ষাটের দশকের শুরুতে তাকে আমরা বাংলা একাডেমীতে কাজ করতে দেখেছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে বিশ্বে তিনি অগ্রণী, স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে।

তিনশত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ভূমিকা-সহ আঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত, ভূমিকা বাদে তার ইতিহাসটির বিভিন্ন অংশে রয়েছে, চর্যা, মুসলমানদের বঙ্গবিজয়, প্রাচীন বীরদের নব রূপায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দেবী মাহাত্ম্য, চৈতন্য এবং জীবনী, বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্র এবং যুগাবসান, আধুনিক সাহিত্যের সৃষ্টি, আধুনিক নাটক ও দীনবন্ধু মিত্র, আধুনিক কবিতা ও মধুসূদন দত্ত, আধুনিক উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রযুগ, স্বাধীনতা বা দেশ বিভাগের পূর্বে, স্বাধীনতা বা দেশ বিভাগের পরে। মোটামুটি ঐ ছকে তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

জেভিটেল ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের তিনটি যুগ অর্থাৎ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগকে পরস্পর সম্পর্কবিহীন তিনটি স্বতন্ত্র পর্ব রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বাংলা ভাষায় এক যুগের সাহিত্য আর এক যুগে সম্প্রসারিত হয়নি, প্রত্যেক যুগের পরে

১. DUSAN ZBAVITEL, *Bengali Literature*, OTTO HARASSOWITZ, WIESBADEN, GERMANY, 1976.

একটা অবক্ষয়ের কাল গেছে এবং প্রতিটি যুগে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের বিবর্তন ধারার তিনটি পর্বের প্রথমটিকে চর্যার, দ্বিতীয়-টিকে মধ্যযুগের ক্লাসিকেল কবিতার, এবং তৃতীয়টিকে আধুনিক সাহিত্যের সময় বলেছেন। তাঁর মতে বাংলা সাহিত্যের তিন যুগে ঐ তিনটি স্বতন্ত্র ধারার উদ্ভবের কারণ নিহিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে। তাঁর ধারণায় বৌদ্ধ পাল (৮ম-১১শ শতক) এবং হিন্দু সেন (১২শ শতক) আমলে বাংলায় দেশীয় বা লৌকিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, মধ্যযুগে মুসলমান ও আধুনিক যুগে ইংরেজের বঙ্গ বিজয়ের ফলে প্রথমে দেশীয় সংস্কৃতির বিলোপ এবং বিরতির পরে নতুন সাহিত্যর উদ্ভব ঘটে। দুসান জেভিটেলের মতে হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ শাসন আমলের দীর্ঘ সময়ে বাংলা ভাষা কোনদিন যথার্থ মর্যাদা বা স্বীকৃতি পায়নি। জেভিটেলের ভাষায়,

Since long, Hindu Society had accepted as its prestige language Sanskrit which continued to maintain this position till at least the middle of our millennium, if not even later. The situation in Bengal was further complicated by the centuries-long Muslim domination. Muslim rulers, though occasionally supporting literature in Bengali, in general used Persian as their Court language and majority of them obviously despised the simple vernacular and did not consider this worth becoming the language of 'high' literature. And finally, when Persian lost this privileged position, it was again not replaced immediately by Bengali but by English, and the farmer had to fight hard for the restoration of what would appear to be the natural state of affairs, in this respect. In other words, never throughout the long pre-modern periods had Bengali become the prestige language in its natural surroundings and on its native soil, never had it gained the full recognition, especially by the upper strata of Society, and never had it been cultivated in a proper way.

দুসান জেভিটেল তাঁর ঐ বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বড় বড় কবিও হীনমন্যতায় ভুগেছেন, তাই মুরারীগুপ্ত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ দাস কবিরাজ এমনকি ভারতচন্দ্র রায় কেবল বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে তৃপ্ত থাকেননি, তাঁরা সংস্কৃত ভাষাতেও লিখেছেন। অনেকে আবার তাঁদের মাতৃভাষা বাংলাকে যথেষ্ট উন্নত মনে করতেন না আর সে জন্যেই মধ্যযুগে কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল বৈষ্ণব কবিতা রচনার জন্য। ঐ অবস্থার জন্যেই বাংলায় দরবারী বা রাজসভার সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত একদিকে সংস্কৃত, অন্যদিকে ফার্সী ভাষায় সাহিত্য রচনা অধিকতর সম্মানজনক বিবেচিত হয়েছে।

জেভিটেল মনে করেন যে বাংলা কখনও সরকারী বা মর্যাদার ভাষা ছিলনা বলেই আধুনিক যুগের আগে তত্ত্বগত কোন রচনা যেমন অলংকার শাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কিছুই রচিত হয়নি। বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনাও আধুনিক যুগের পূর্বে অনুপস্থিত। রাজকীয় বা দরবারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণেই বাঙালী কবিরা সাধারণ মানুষের জন্যে লিখেছেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় সাহিত্য রসিকের সন্তুষ্টির জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেননি বরং অশিক্ষিত ও আপামর জনসাধারণের জন্য সাহিত্য করেছেন। ঐ কারণেই পুরাতন বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ লোকসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধারণ ও লোককবিতায় একই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মহাকাব্য এবং লোকগাঁথায় একই রীতি অনুসৃত হয়েছে। ঐ জন্যেই প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্য ব্যাপক অনার্য উপাদান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাক্,

আধুনিক যুগের অপর যে বৈশিষ্ট্য জেভিটেল-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল মুসলমান সাহিত্যিকদের কিছু রচনা ছাড়া ধর্ম নিরপেক্ষ সাহিত্যের অনুপস্থিতি। তাঁর মতে প্রাক আধুনিক বাংলা সাহিত্য কেবল ধর্মীয় নয় গোষ্ঠী চেতনার দ্বারাও প্রভাবিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্য সাধনায় গদ্যের প্রতি চরম উপেক্ষার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

আধুনিক যুগে ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাদেশের ওপরে ইংরেজ প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল বলেই আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে ইংরেজীর প্রভাব সর্বাধিক কার্যকর, আর সে কারণেই উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষায় আধুনিক সাহিত্য আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনুসারী। দীর্ঘকাল ধরে উপমহাদেশে আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার অগ্রণী ভূমিকা বজায় রাখতে পেরেছে এবং সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় নব নব সৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। দুসান জেভিটেল উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিদেশী পাঠকদের জন্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের কোন বড় সাহিত্যিক তাঁর আলোচনা বা উল্লেখ থেকে বাদ পড়েনি, অতি সংক্ষেপে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্মের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। জেভিটেল বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সমস্ত ইতিহাস বা আলোচনার সঙ্গে সুপরিচিত আর তাঁর গ্রন্থের উপাদান তিনি বাংলা উৎস থেকেই সংগ্রহ করেছেন। উপরন্তু বাংলা সাহিত্যের সমস্ত উল্লেখযোগ্য রচনা তিনি পাঠ করেছেন, বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের রচনার কিছু কিছু অংশের ইংরেজী অনুবাদ তিনি তার গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। যার ফলে বিদেশী পাঠকরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের কিছু স্বাদ গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন।

দুসান জেভিটেল চেক্ ভাষাভাষী অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন ইংরেজী ভাষায়, এ গ্রন্থ রচনার জন্যে এ বিদেশী পণ্ডিতকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছে তা অনুমেয়। তাকে বাংলা ভাষা শিখতে হয়েছে, সমগ্র বাংলা সাহিত্য পাঠ করতে হয়েছে, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সমস্ত উল্লেখযোগ্য সমালোচনা গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। মনে হয় দুই দশকের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর মাতৃভাষা চেক্ ভাষায় এ গ্রন্থ রচনা করলে তার পক্ষে পরিশ্রম তুলনামূলক ভাবে কম হত কিন্তু তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন ইংরেজী ভাষায়। সেটিও তার কাছে বাংলার মতোই বিদেশী ভাষা, সে ভাষাও তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছে। একজন মানুষের পক্ষে একাধিক বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করে, একটি বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে অপর একটি বিদেশী ভাষায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা যে কি দুরূহ কর্ম তা সহজেই অনুমেয়। দুসান জেভিটেল সেই কাজটি করেছেন, যা দু'শ বছরের মধ্যে কোন ইংরেজ করেননি অথচ যা হলে স্বাভাবিক হত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দুসান জেভিটেল বাংলা, ইংরেজী, চেক্, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ঐ সব কয়টি ভাষাতেই লিখে থাকেন। বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন, বাংলা ক্রিয়াপদ সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে, গ্রন্থটির নাম, 'নন-ফাইনাইট ভারবেল ফর্মস ইন বেঙ্গলি', যা চেকোস্লোভাকিয়ার 'একাডেমী অব সায়েন্সের ওরিয়েণ্টাল ইন্সটিটিউট' কর্তৃক, প্রাগ থেকে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বাংলা ক্রিয়াপদের সংগঠন, মধ্যযুগের কবিতায় ক্রিয়াপদের ব্যবহার, আধুনিক সাহিত্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার গৌণঃপুনিকতা এবং যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দুসান জেভিটেল-এর আগ্রহ, অনুরাগ ও প্রয়াস তুলনাহীন।

রফিকুল ইসলাম